ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩৩৮।



অঙ্কুর

ছেলে মেয়েদের জন্য মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্র কুমার ঘোষ।

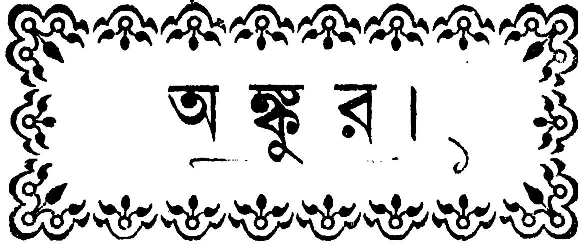
THE TREASURE CHEST.

A MONTHLY MAGAZINE FOR BOYS AND GIRLS.

AGENTS :—

Bangalore—Tract & Book Depot St Mark's Road.
Calcutta—Association Press 5 Russell Street.
Poona--Mr. L. D. G. Burwell 2|19 East St. Poona
Rangoon—American Baptist Mission Press.
Trivandrum— } Mr R P. Varyar Malathil House
Travancore— } Oorumadham Road
Colombo, Ceylon—M N Muthuswamy & Co, 3, Kew Lane Slave Island.

সূচীপত্র।



১ম বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৮ [৭ম সংখ্যা

ফুল।

ফুলের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ফুলকে দে'খলে আমার কি আনন্দ না হয়! সেদিন বিশ্বের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হলো তার বহু আগে হ'তে সে বেশ মনের আনন্দে বাস ক'রছিল। সে যে এত দিন আছে তা পূর্ব্বে জানতাম না। একটু বড় হয়ে সব বিষয় জা'নতে পা'রলাম। মায়ের কোলে শুয়ে কখন কখন দোলায় দু'লতে দু'লতে কত রং বিরংয়ের কাগজের ফুল দে'খতাম; আগ্রহক'রে সেগুলো ধ'রতে যেতাম কিন্তু তখন দাঁড়াবার শক্তি হয় নি। যাক্ সে সব শিশুদিনের কথা। প্রথমে যখন মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হ'লাম সেখানে দে'খলাম মেমেদের ছোট্ট বাগানটায় কত রংয়ের বিদেশী "মরসুম ফুল" ফুটে আছে, আর রঙ্গিন প্রজাপতিরা, মৌমাছিরা, ভ্রমরেরা ফুলের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ফুলের কাছে তা'দের আবেদন জানাচ্ছে। তা'দের দেখে বালক প্রাণ চঞ্চল হয়ে উ'ঠত। মিস্ ইভান্সের ভয়ে সেদিকে বড় একটা ঘে'সতাম না। ফুল ছেঁড়া, প্রজাপতি ধরার নেশা আমায় মাঝে মাঝে পাগল ক'রে তু'লত। উদাস হয়ে গ্যালারীতে বসে একদৃষ্টে দূরের ফুল "বাগিচার" দিকে চেয়ে থা'কতাম। ক্লাশে কি পড়া হচ্ছে, যোগ কি বিয়োগ দিয়েছে সেদিকে খেয়াল নাই। মাঝে মাঝে তরুদিদি আমার নাম ধরে ডা'কতেন আর অমনি চমকে উঠতাম। তিনি ব'লতেন, 'কি দেখছিলে, দুষ্ট ছেলে? দেখনি, উঠে এস আমার কাছে।' ভয়ে ভয়ে উঠে যেতাম কাছে। তাঁর প্রশ্নের জবাব দেবার মত সাহস সেদিন জন্মায় নি, বোকার মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থা'কতাম একদিন এমনিভাবে বসে আছি যা'কে যমের মত ভয় করি পড়ে গেলাম তার নজরে। মেম তাড়াতাড়ি কাছে এসে হাজির। তাঁর আসা টের পেয়ে খুব মন দিয়ে অঙ্ক তু'লতে লেগে গেলাম। ক্লাশে ঢুকেই ডাকদিলেন, "প্রশান্ত, উঠে এস।" গলার আওয়াজ শুনে বুকের মধ্যেটা কিরকম ক'রতে লা'গল, যাইহোক বাধ্য হয়ে কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ালাম; মনে হচ্ছিল এই বুঝি বলে, গুদাম ঘরে বন্ধ—পা দু'টো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। মিস ইভান্স ব'ললেন, "কি দে'খছিলে?" চুপ করে রইলাম, কি ছাই আর উত্তর দেবো!

—বল! না হ'লে শাস্তি পাবে।

কাঁপা গলায় উত্তর দিলাম "ফুল আর প্রজাপতি"...

—ফুল চাও?

—না, আগে প্রজাপতি ধ'রবো পরে ফুল ছিঁড়ে আনবো।

—ফুল ছিঁড়ে, প্রজাপতি ধরে কি হবে?

—কেন বাক্সে বন্ধ করে রা'খবো। ফুলগুলো আর ঘাস তার মধ্যে পেতে দেবো কেমন তারা আরামে

থা'ক্‌বে, খেলা ক'র্‌বে, আমি মাঝে মাঝে খুলে দে'খ্‌বো।

তরুদি' আর মিস্ ইভান্স দু'জনে কি ইংরাজীতে কথা বল্‌লে তার এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না; শেষে দু'জনে একটু হেসে আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমার আশা ও নৈরাশ্য দু'ই সমান, দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কি জানি তাঁদের মনে কি দয়া হলো, আমার এত দিনের বাঞ্ছিত আশা ও কামনা সফল ক'রবার জন্য আমায় হুকুম দিলেন "যাও বাগানে খেলে এস। কিন্তু দশ মিনিট বাদ ফিরে এসে ভাল ছেলের মতন অঙ্ক ক'সতে হ'বে।" মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে এক দৌড়ে সেই বাগানে··· ··



Lavender and White
Budlia, Centauria, Artotis Grandis
and Gypsophila.

সেদিন আর ফি'র্‌বে না, মন কত বদলে গেছে তবু আজও ফুল দেখে সেই আনন্দ হয়! ফুল দে'খ্‌তে কার না ভাল লাগে? কে না ফুল ভালবাসে? আজ ফুলের বিচিত্র রং দেখে কত কথাই না মনে হয়! মনে হয় কে তোকে গভীর নির্জ্জনে বসে গড়েছিল? কে তোকে ঐরূপ দিল? ফাগুনের প্রভাতে বসন্ত উৎসবে কে তোর অঙ্গে নানা বর্ণের পিচকারি মেরে স্নিগ্ধ শুভ্রবাসখানি চিত্রিত করে দিল? কোথায় সেই নীরব অজ্ঞাত কবি? কোথায় সেই শিল্পী, শাশ্বত মহান্ পুরুষ! *তোর কথায় আজ কি জানি বিরহিনী জানকীর পঞ্চবটী বনের কথা মনে পড়ে। *আবার মাঝে মাঝে দণ্ডপ্রাপ্ত যক্ষের কথাও মনে আসে। *ইন্দ্রের নন্দনকাননের পারিজাত পুষ্পের কথাও মনে উদয় হয়। এক ফুল নিয়ে রুক্মিণী আর সত্যভামা কি ঝগড়া না বাধিয়েছিল······



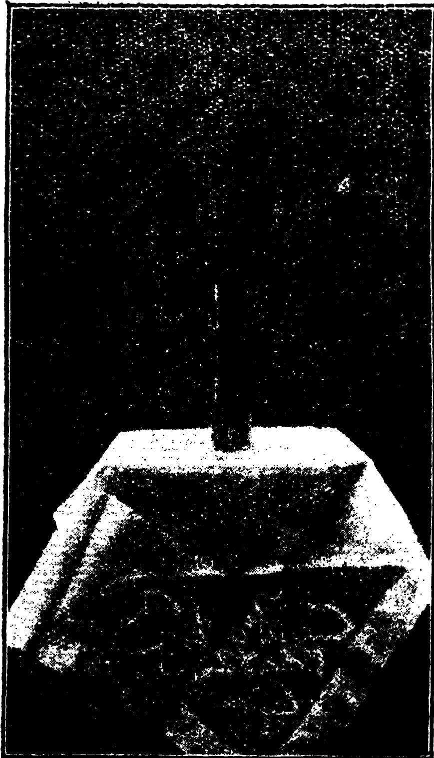
The Long stems of Budlia spray out
from a glass block in the bottom
of the Vase.

* মেঘনাদ বধ। (কাব্য) * মেঘদূত। (কাব্য) * অপূর্ব্ব মিলন। (নাটক)

মনটা আমার কাব্যের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। কবিতায়, ছন্দে, গল্পে, গাথায়, চিত্রে কোথাও তোমার প্রবেশ নিষেধ নাই। তোমার জন্য সর্ব্বত্রই অবারিত দ্বার, গৃহস্থের অন্দরেও তোমার অবাধ গতি, তুমি ধনীর ও দরিদ্রের গৃহে সমান শোভা দাও—তুমি দেবতার চরণে ভক্তি অঞ্জলি রূপে দেখা দাও; ভক্তের সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দাও। নব বধুর গলে উঠে তুমি দম্পতির শোভা বাড়াও। মৃত স্বামীর গলে উঠে তুমি ম্লানহাসি হাস। তুমি যে কি তোমায় বু'ঝতে পারি না!

যার সভ্য জগতের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, বনবালা সেও তোমায় খোঁপায় গু'জতে ছাড়ে না। ভীল বালক তার কাল অঙ্গে প্রকৃতি দেওয়া সম্পদ ফুল পরে, কাণে দেয়; প্রিয়ার দিকে চেয়ে সরল হাসি হাসে; আবার বাঁশীতে মন দেয়।

মনের কথা আর তোমার কথা ব'লতে সারাজীবন কেটে যাবে তবু শেষ হবে না।



Jerboras
Grasses relieve and soften the effect.

কর্ম্মজীবন শেষ হয়ে এসেছে। মহাজনের 'দপ্তর-খানা' থেকে অবসর পেয়েছি। নবীন যৌবন কোথায় ভেসে চলে গেছে। বার্দ্ধক্য গম্ভীর মুখ নিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় ক'রতে এসেছে। বিগত যৌবনের প্রতি মমতা ও তাহার মধুর স্মৃতি আজও যায়-নি; সে যেন প্রাণপণে আমার হাত ধরে টানে।

রেল লাইনের ধারে আমার ছোট একখানি বাগান বাড়ী, মাঝে পুকুর। সেইটাই আমার ছোট্ট ফুল বাগান। আমি এখন ভদ্র মালী। রাত্রের গাড়ীতে আমার নার্শারি থেকে রোজ ক'লকাতায় ফুল পাঠাই। সংসারের মধ্যে আমি একা, ঐ উড়ে মালীগুলো নিয়েই আমার সংসার—ফুলগুলিই আমার জগতের সম্পদ।

আরাম চৌকিতে বসে থাকি চোখের উপর দিয়ে গাড়ীগুলো হুস হুস করে চলে যায়। দূরের রেলের লাইন সাপের মত আঁকা বাঁকা হয়ে কোথায় ঐ দূরের পাহাড়টার পাশে গিয়ে মিশে গেছে। তপ্ত রোদ্দুরে ঝাপসা পাহাড়ের বনগুলো কেমন সবুজ হয়ে উঠে, বুলবুলি কেমন ডাকে, টেলিগ্রাফের তারে বসে কেমন ল্যাজ দুলিয়ে দোল খায়, শিস্ দেয়। গাছের ডালে পাখীরা কেমন ডাকে। দূরের পাহাড়ে ক্ষীণ নদীর বালুচরের উপর কত বুনো পায়রা জল খায় দেখা যায়। আবার পুকুরে কেমন হাঁস চরে, পদ্মের পাশে খেলা করে।

আজও নানা বর্ণের ফুলের মধ্যে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি গাছের সরু সরু শাখা প্রশাখার মধ্যে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়--ফুলের মধু খায়—রেণু অঙ্গে মাখে, আমি দেখি আর ভাবি আজ সেই বাল্য কালের মত প্রজাপতি ধরার নেশা, ফুল ছেঁড়ার প্রবল ইচ্ছা, ব্যগ্র আকুল চাউনি কোথায়? সেই অতীত দিনের স্মৃতি জেগে উঠে মিস্ ইভান্সের আর তরুদি'র কথা স্পষ্ট হয়ে আসে। সংসারের আবর্ত্তে পড়ে মনটার সব কল কব্জা 'জং' ধরে গেছে, ঠিকরকম কাজ করে না। আজ ফুলকে দেখছি প্রয়োজনের দিকদিয়ে—সে আমার রুটি যোগাড় করে, ব্যবসার যুগে তা'কে

অর্থকরী ইন্ধনরূপে দেখি ফুলকে দেখে ভাবি ক'টাকা দাম পা'ব !



Poppies interspersed with Artotis Grandis and Gypsophila.

ঋতুতে, ঋতুতে, বসুমতী কত পুষ্পসম্ভার নিয়ে আসে। আমার বাগানটার আকাশ বাতাস গন্ধে ভরে যায়, কর্ম্মকুণ্ঠ মনটাকে 'চাঙ্গা' করে দেয় ; প্রাণ আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠে। ম্লান জ্যোৎস্না গাঁয়ের বাঁকে ফুলের মাঝে বসে বসে ঝিমায়। এই সব বসে দেখি আর চিন্তা করি, হায়রে ! এই সুন্দর পৃথিবী একদিন ছেড়ে চলে যেতে হবে কত আশা-কামনা পূর্ণ হবে না। আজও সকালে বারাণ্ডায় বসে ঐরকম কোন একটা বিষয় নিয়ে ভাব'ছি এমন সময় 'ডাকওয়ালা' একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিখানা খুলে সবটা পড়লাম ; একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, সম্পাদক মহাশয় অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন ফুল সাজান সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে হবে। বিদ্যাদেবীর সঙ্গে অনেকদিন সম্বন্ধ ঘুচে গেছে, লেখার কথা মনে হ'লে অঙ্গে জ্বর আসে, কিছাই মাথা মুণ্ড লিখবো। মহা বিপদে পড়ে গেলাম ; এ উপরোধ এড়াবার নয়। আকাশ-পাতাল ভেবেও কোন কুল কিনারা পাচ্ছিলাম না। যাইহোক বসে গেলাম কাগজ কলম নিয়ে। মহা বিপদে পড়ে গেলাম ; সাপ লিখতে গিয়ে বেঙ হয়ে গেল। সারা সকালটা মাটি হলো ; মেজাজটাও খারাপ হয়ে গেল। কাজকর্ম্ম শেষ করে দুপুরবেলা বই নিয়ে বসে গেলাম পড়তে, নানাবই ঘাঁটকে একটা সুন্দর প্রবন্ধ পেয়ে গেলাম Treasure Chest থেকে R. E. R.য়ের লেখা কে আর এ সুযোগ ছাড়ে ! 'যৎদৃষ্টং তৎলিখিতং'।

আমাদের দেশে আছে ফুলের মালা গাঁথা, কিম্বা তোড়া তৈরী করা হয়। যুঁই বা বেলফুলের গোড়ে সেগুলি আদি যুগের প্রথায় মামুলি ভাবেই গাঁথা হচ্ছে। ফুলের তোড়াও 'তথইবচ'। আজকাল মার্জ্জিত রুচি অনুসারে Garland, Button hole, তৈরী করা হয়। যদিও পাওয়া যায়, কিন্তু দৌড়াতে হয় সাহেব পাড়ায়, করে অবশ্য বাঙ্গালীতে। ফুল সাজান দেখলে সত্যি হাসি পায়।

সাধারণত প্রায় দেখি একটা পিতলের ঘটিতে কিম্বা কাঁচের পুষ্প-পাত্রে গোটাকতক ফুল ডাল পাতা সমেত বেশ টেবিলে রাখা আছে, রূপ-সৃষ্টির দিকে বড় একটা লক্ষ্য নাই। এই সব বিষয় আমি কাহাকেও দোষ দিচ্ছি না কারণ এসব আমাদের পূর্ব্বে ছিল না। যদিও বা ছিল সে ত্রেতা যুগে। তার চর্চ্চা আমরা ভুলে গিয়েছি। অতীতের কথা চিন্তা করে ; বৃথা গর্ব্ব ক'রে লাভ দেখি না। ভারতের সকল বিষয়ের নব জন্ম হয়েছে। ধর্ম্ম ছাড়া সকল ব্যাপারে আমরা শিশু। তবে যদি বিদেশীর কাছে কিছু শি'খতে হয় তা'তে আমাদের লজ্জা নাই।

জাপানে মেয়েরা পুষ্প-পাত্রে ফুলের রূপ-সৃষ্টি বিষয় বিদ্যা শিক্ষার মত অভ্যাস করে, এবং প্রত্যেক গৃহস্থের মেয়েকে ঐ বিষয় ভাল করিয়া শিখান হয়। তাহারা মনের মতন ফুল সাজানোর জন্য কত সময় নষ্ট করে। সে যাইহোক আমি আমাদের মেয়েদের অত সময় দিতে

বল'ছি না, তবে সামান্য মনোযোগ দিলে ক্ষতি হয় না।

আমি সাজানটা ব'লবো ইংরাজী কায়দায় সুতরাং ফুলগুলি সব হ'বে বিলাতি ; দেশীভাবে দেশী ফুল দিয়ে সাজাতে হ'লে একটু বিচার করে দে'খতে হ'বে কোনটা কেমন খাটে। সমস্ত অঙ্গ সৌষ্ঠবটা এবং রূপ সৃষ্টি শিল্পীর উপরে নির্ভর করে। যাক কথায় কথায় অনেক সময় নষ্ট করেছি। এইবার ধৈর্য্যচ্যুতি হ'বার সম্ভাবনা দেখছি, আরম্ভ করি ; মালীরা ফুল চাষ করে, ফুল বাঁধে, গাঁথে ও 'ফুলদানি' সাজিয়ে দেয়। ফুল নিয়ে তা'দের কারবার। সুতরাং আমাদের প্রায় ধারণা হয় যে এ বিষয়ে তারা খুব বুঝে কিন্তু তা নয়। যার রং মিলানোর নজর, মার্জ্জিত রুচি, সূক্ষ্ম জ্ঞান, আর শিল্পীর মত প্রাণ আছে সে ঐ কাজ ভাল পারে। তা'তে মালী আর বাবুতে কিছু আটকায় না।

অনেকগুলি নানারংয়ের ফুল একজায়গায় পাতা আর ফার্ণ দিয়ে তোড়া বাঁ'ধলে তোড়া হয় না। দে'খলে সেটাকে এক অদ্ভুত রঙ্গিন ফুলের সমষ্টি বলে বোধ হয়, ফুলদানির বেলায়ও ঐ এক নিয়ম খাটিতে পারে।

কম রং ব্যবহার Poster Painting ইত্যাদিতে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির দিকে অত্যন্ত সাহায্য করে। সুতরাং পাকা শিল্পী ঐদিকে বেশী লক্ষ্য রাখেন। পুষ্প-পাত্রে সাজানোর সময় যত কম রকম আর কম রংয়ের ফুল ব্যবহার করিতে পারিবেন রূপ তত বাড়িবে। সুতরাং ভাল ফুল সাজান কায়দা হচ্ছে সরলতায়, জটিলতায় নয়।

একটা ফুলদানিতে চার পাঁচ রকম ফুল না রেখে একটা পুষ্পগুচ্ছ কিম্বা পাতা কুঁড়ি ডালশুদ্ধ গোলাপ ; অথবা দু' পাঁচটা, দু' এক রঙ্গের গোলাপ রাখলে ঢের বেশী সুন্দর দেখায় এবং মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দেয়।

লম্বা সরু পুষ্প-পাত্রে আমাদের বরের তোড়া দিলে কি অদ্ভুত দেখায় ! যেমন আধার তেমন ফুল সাজাতে হ'বে। ছবিটায় দেখুন কিভাবে সাজান আছে। ঐ রকম আধার হলে বড় ডাঁটা রেখে ফুল কেটে সাদাসিধাভাবে রেখে দিলে বেশ সুন্দর দেখা'বে।



Ground Orchids
The beauty of line is due to the long stems.

অধিকন্তু যদি দু'চার প্রকার ব্যবহার করিতে চান তবে এক জাতীয় এক রঙ্গের বেশী ফুল ব্যবহার করুন আর তা'র মাঝে-মাঝে অন্য ফুল দু'একটা ব্যবহার চলিতে পারে ; তবে প্রয়োগটা সূক্ষ্ম দৃষ্টির উপরে নির্ভর করে, সামঞ্জস্য অভাবে শিল্প সৃষ্টির পতন হয়।

বড় কাঁদল ফুলদানি (Bowl) তার মাঝে Corsopsis আর Corn flowers যেমন রংদার মানানসই হয়, ঠিক তেমন গাঁদা (Marigolds) আর নীল Lupinsতে হয়। কি রঙ্গের পর কি মানাবে সেটা শিল্পীর দৃষ্টির উপরে নির্ভর করে এবং তার জন্য সে সম্পূর্ণ দায়ী।

Gypsophila বা Baby's breath ফুলের উজ্জ্বল স্নিগ্ধ মনোরম পল্লবের পুষ্পিত আগাগুলি অন্য

ফুলের সঙ্গে প্রয়োগ করা হইলে সে আপনাকে বিলাইয়া অন্য ফুলগুলির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির দিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। সাদা Antigonon গন্ধপূর্ণ ফুলগুলি পুষ্প-পাত্রের এবং বিশেষ বড় তোড়ায় সৌন্দর্য্য আনে। বড় Bowlতে ফুল সাজিয়ে মাঝে মাঝে ব্যবহার ক'রলে রূপ ও গন্ধের সঙ্গে বেশ মিল রেখে শিল্পীর গৌরব বাড়ায়।

ভাল করে ফুল সাজাতে হ'লে বহু রকমের পুষ্প-পাত্র প্রয়োজন হয় তবে সেগুলি যে খুব দামী হওয়া দরকার এর কোন মানে নাই। সস্তা দামে বেশ সুন্দর চিত্র-বিচিত্র চিনে মাটির আর পিতলের ফুলদানি পাওয়া যায়। টেবিলে রা'খবার জন্য নীচু, বেশী বড় নয় ফুল-দানি ভাল, কারণ ফুলগুলি যেন খুব বেশী উঁচুতে উঠে না যায় ঐটা হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। নীচু বড় মুখের পুষ্প-পাত্রে (Bowl) ফুল সাজান অত্যন্ত শক্ত কিন্তু সে দায় হ'তে উদ্ধার পাওয়া খুব সহজেই যায়। পুষ্প-পাত্রের নীচে জলের মধ্যে কাঁচের ছেঁদাওয়ালা একটা 'ব্লক' রা'খলেই কিম্বা একটা তারের জাল ফুল-দানির উপরে রেখে দিলেই কোন কষ্ট হয় না।

দামী ফুল হ'লেই যে খুব সুন্দর হবে আর সৌন্দর্য্যের দিকে খুব সহায়তা ক'রবে এরও কোন কারণ নাই। দামী ফুল যে রূপ সৃষ্টির একান্ত সহায়-সম্বল তা মোটেই নয়। আমাদের দেশের সাধারণ ফুল যা সচরাচর বাগানে পাওয়া যায় তাই একটু ভাল ক'রে সাজালে খুব চমৎকার দেখায়। সোনালী Tecoma গুচ্ছ মাঝারি উঁচু ফুলদানিতে রা'খলে হঠাৎ পত্রবিহীন Daffodils পুষ্পগুচ্ছের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পত্রবিহীন অবস্থায় ঐ ফুলগুলি অনেক দিন ভালভাবে থাকে। এই ফুল চাষে বেশী কষ্ট নাই আর বেশী তদারকের প্রয়োজন হয় না; গরম দেশে বেশ ভালই হয়। যখন বাগানে গাছে কোন ফুল থাকে না তখন সে গাছে ফুল ভরা।

Quisqualis (Rangoon Creeper) ফুল চাষে তত হাঙ্গামা নাই, সেও Tecoma ফুলের মত কষ্ট সহিষ্ণু আর তার চেয়ে অনেক সুন্দর। নীচু ফুলদানিতে সাজালে ভারি সুন্দর দেখায়।



Roses and Baby's Breath.

Plumbago (Blue Emma) বাড়ীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কাজে অত্যন্ত সহায়তা করে, বেড়ার ঈষৎ নীল আর হলুদ মিশান ফুলগুলি যে কি সুন্দর দেখায় কি আর ব'লবো! একদিকে ফুল গাছ অন্যদিকে বেড়া।

Duranta ফুল গাছ প্রায় ভারতের সকল ফুল বাগানে দেখা যায়; তারা বাগানের সৌন্দর্য্য বাড়ায়, ওর ফুলগুলি সহজে নষ্ট হয় না গাছে অনেকদিন থাকে, মাঝে মাঝে হলুদ ফলভারে নত গাছগুলিকে দে'খলে কেমন মনে আনন্দ হয়; তা'রা যেন নিজের রূপ নিজেই সৃষ্টি করতে ব্যস্ত।

উৎপন্ন পুষ্পদলের মধ্যে Zinnias, Chrysanthemums, আর Asters ফুল অন্য ফুলের অপেক্ষা অনেকদিন টাটকা থাকে। গোলাপ আর Lilies ফুল প্রত্যেকে পছন্দ করে; যেমন গন্ধ তেমন রূপ কেন

ভালবা'সবে না বল! Pansies আর Violet নীচু ফুলদানির জন্য, Phlox, Pinks, Sweetpeas. মাঝারি উঁচু পুষ্প-পত্রের জন্য, আর Larkspur, Snapdragon চেঙ্গা ফুল-আধারের জন্য ব্যবহার করা যায়। এখন ইচ্ছামত নিজের কায়দায় সাজান।

ফুলদানি সাজিয়ে দেখা গেল ফুলগুলি শুকিয়ে পড়ছে। ফুলের এই মুহ্যমান অবস্থা দে'খলে শিল্পীর মনটা ভেঙ্গে যায়; এই হতাশের হাত থেকে এড়াবার জন্য সুপ্রশস্ত উপায় হচ্ছে ফুল বিকালে অথবা সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডায় বেশ ধারালো ছুরি দিয়ে একটু ডাল রেখে বাঁকাভাবে কা'টতে হবে, তারপর সাজালে কোন গোল হ'বে না। ঐভাবে কাটার মানে ডাঁটাটার অনেকটা জলে বেশ ডুবে থা'কবে তা'র ভেতরে জল প্রবেশ ক'রবে, সহজে শুকা'বে না আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বেশ ভালভাবে Block বা তারে ব'সবে আর তারের ভিতর দিয়ে জল বিনা বাধায় যা'বে। কাটা জায়গা ছুরি দিয়ে চেঁচে দিলে ফুল বেশ সহজে জল টা'নতে পারে। ফুল কেটে সারারাত জলের বালতিতে ডুবিয়ে রা'খবেন! কিন্তু সব ফুলের বেলায় ঐ নিয়ম খাটে না। অনেক ক্ষেত্রে খুব সাবধান হ'তে হয় যেমন Snapdragons, Sweetpeas ইত্যাদির বেলায়।

ঐ সব ফুলে বেশী জল লা'গলে ফুল 'মাটি' হয়ে যায়। Gardenias, Lilies ফুলের পাঁপড়িতে যেন জল না লাগে কারণ যেখানে জল প'ড়বে সেইখানে দাগ ধ'রবে। জলে দেওয়া ফুল অনেক সময় গাছের ফুলের চেয়ে ভাল দেখায়। Poinsettias আর ঐ জাতের অন্য ফুলে একরকম দুধের মত জিনিষ আছে সেইটি বজায় রা'খবার জন্য গাছ থেকে ফুল কেটেই অল্পক্ষণের মধ্যে গরম জলে ডাঁটার ছয় ইঞ্চি পরিমাণ ডুবিয়ে দিতে হবে এবং সেইভাবে কিছুক্ষণ রা'খলে দুধ পড়া বন্ধ হয়ে যা'বে এবং বাকি রসটা বহুদিন পর্য্যন্ত থেকে ফুলকে সতেজ রা'খবে।

লেখাটা শেষ করে খামে পুরে চেয়ে দেখি Black prince গোলাপটা আমার দিকে গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করে চেয়ে আছে; লজ্জাবতী লতার দিকে মুখ ফিরে তাকাতেই সে মুচকে হেসেই লজ্জায় মাথাটা নীচু ক'রে রইল। চাঁপা দূরে ছিল, তার পীত রঙ্গের সাড়ীটার আঁচলটা বেশ সামলে নিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "দাদু আমরা বুঝি তোমার কেউ নয়? বিলাতী ফুলের কথা বলতে খুব ব্যস্ত যে! ব্যাপার খানা কি?"

—না দিদি তা নয় বিদ্যায় কুলায় না।

—বেশ! বেশ!

—অভিমান ক'রলি দিদি?

বাগানের শেষে পাঁচিলের কোণায় কনকচাপা ম্লান মুখে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল; অনাদৃত হয়ে সেই কোণায় তার দিন কাটে; আমার কাছে তার অভিযোগ, আবেদন কিছুই নাই। সে নীরব। তার এই নীরবভাব আমায় সময় সময় অন্যমনস্ক ক'রে তোলে, তখন মনে মনে বলি তোমার স্থান ভৈষজ্যশাস্ত্রে, মানবের কল্যাণের হেতু তোমার জন্ম।

আজকাল বসে থাকি আর ঐ পুষ্পের নীরব অভিমানের কথা ভাবি; মেঘের প্রতি তা'দের আকুল চাহনি, নিবেদন আর বায়ু স্পর্শে তা'দের শিহরণ দেখি। অদূরের লাল জবা নোলক দুলিয়ে বল্লে 'দাদু আছ বেশ!'

কোন কথার উত্তর দিতে পারি না, চুপ করে থাকি আর ভাবি আমি আছি বেশ না তোরা!

Photos by H. O. Toomy.
শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

ইতিহাস।

জোয়ান্ অব্ আর্ক (৩)

রাজ্যাভিষেকের পর জোয়ান গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন কিন্তু সেনানায়কেরা এবং সৈন্যেরা উত্তেজিত হইয়া অনুরোধ করিতে লাগিল যেন তিনি যে বিজয় গৌরবে তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন তাহাতে আরো কিছুদুর তাহাদিগকে অগ্রসর করেন। তাহাদের অনুরোধের তিনি প্রথমে কোন সঠিক উত্তর দেন নাই, অবশেষে তিনি তাহাদের জানান যে যদি তাহারা উত্তরাভিমুখে Paris এর পথে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হয় তবে তিনি সম্পূর্ণ রাজী আছেন। পুনরায় ভীরু Charles যাত্রা করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন জোয়ান অনেক যুক্তিতর্ক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া যাত্রায় সম্মত করাইলেন কারণ তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। জোয়ানের দ্বিতীয় অন্তরায় হইল মন্ত্রণা-পরিষদের দীর্ঘসূত্রতা কারণ তাহারা বিলম্বের পক্ষেই ছিল, যতদিন না ইংরাজ-পক্ষের সঙ্গে কোন একটি বিশেষ বন্দোবস্ত হয়।

জোয়ান তাঁহার ধৈর্য্যগুণে ও তাঁহার যুক্তির দ্বারা তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়া আপনার মতে লওয়ান। পরে সৈন্যেরা উত্তর পথ ধরিয়া প্যারি অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করে। কিন্তু এইটি অরলিয়ান্সের বিরুদ্ধে অভিযানের মতন সমরযাত্রা নহে; এবং বাহিনীদলও তদ্রূপ নহে। সমরবাহিনীর সকল সৈন্য সাময়িক প্রার্থনা দ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ স্খলন করিয়া সেই কালের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিল এবং কোন প্রকার কুঅভিসন্ধি মনে ঠাঁই দিবে না বলিয়া ঠিক করিয়াছিল। সৈন্যদলের সকলেই যে ঐরূপ নিষ্পাপ ছিল এমন নহে। তাহাদের মধ্যে অনেকের নাস্তিকতা চৌর্য্যবৃত্তি, লুণ্ঠন চেষ্টা এবং আরো অনেক প্রকার গুরুতর দোষ ছিল। ইহাই সৈন্যদলের মনের মেরুদণ্ডে আঘাত করিয়া পঙ্গু করিয়া দেয় এবং এই বিষ-বৃক্ষগুলির জন্য জোয়ান অত্যন্ত পীড়িত ও মর্ম্মাহত ছিলেন।

তথাপি তাঁর সকল আশা জয়যুক্ত হইল; সহরের পর সহর, নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম যাত্রার পথে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। শেষে কেবল মাত্র ফ্রান্সের রাজধানীটি উদ্ধার করিতেই বাকী রহিল। বীর্য্যহীন নৃপতি শেষ কার্য্যের পথে অগ্রসর হইতে বিমুখ হইতে লাগিলেন। জোয়ান তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে আসিবার জন্য দূতের পর দূত, সংবাদের পর সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই নিস্তেজ বৃত্তি ও আক্রমণে বিলম্ব দেখিয়া ইংরাজ পক্ষে এক নূতন শক্তি দেখা দিল, তাহারাও মাথা নাড়া দিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অন্যদিকে জোয়ানের পক্ষে উদ্যম ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। St. Honore ফটকের পাশের গড়ের নালার মৃত্তিকা স্তূপের উপর হইতে সামরিক প্রথানুযায়ী পূর্ণ উৎসাহে আশা ও উদ্যমে বলীয়ান হইয়া জোয়ান প্রথম সহর আক্রমণ করিলেন। শেষ আক্রমণের সময় যখন তাহারা পরিখা পার হইয়া প্রায় দেওয়ালে উঠিয়া পড়িয়া ডিঙ্গাইয়া অপর পারে পড়িবে ঠিক সেই সময় একটা তীর আসিয়া জোয়ানের জঙ্ঘায় লাগিল। সেই আঘাতে তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সৈন্যদলের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য ও ভীতির প্রভাব দেখা গেল এবং সকলে মুহ্যমান হইয়া পড়িল; মস্তক অভাবে যেমন দেহের কোন মূল্য নাই সেইরূপ জোয়ানের পতনে তাহারা প্রতিপাদবিক্ষেপে নিজেদের শূন্য বোধ করিতে লাগিল। জোয়ান মাটীতে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন, অস্ত্রাঘাতের বেদনায় অস্থির হইয়া কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। স্বপক্ষিদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। 'আক্রমণ কর! জয় অবশ্যম্ভাবী! ক্লেদ, ভীরুতা নিস্তেজতার ভাব এই সকলই কাপুরুষতার লক্ষণ! আমি এক রাজধানী জয় করিব নয় মরিব! যাও অগ্রসর হও!' কিন্তু বহুক্ষণ

যুদ্ধ করা সত্বেও কোন সুফল না দেখিয়া, সৈন্যাধ্যক্ষ পিছু হটিবার আজ্ঞা দিলেন। জোয়ান অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জয় হয়, রাজধানী দখল করা যায় আমি এ স্থান ত্যাগ ক'রবো না! কেন তোমরা বিরামের হুকুম দিলে? যাও! ভীরু কাপুরুষের দল আগাও……'

প্রধান সেনানায়ক বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই স্থান হইতে লইয়া গেলেন। '……কেন আমায় নিয়ে যাচ্ছ? দেশ দখল করা যেত, জয় আমাদের হাতের মুঠার মধ্যে ছিল!"

পরদিন তিনি পুনরাগমনের জন্য আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় রাজা নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন। রাজধানী লাভ করিবার জন্য যে সেতু নির্ম্মান তাঁহার সেনানায়কেরা করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করা হইল এবং শত্রুপক্ষের সহিত বহু কালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখা হইল। তাহার পর রাজা সৈন্যদল অপসারিত করিলেন। ছাউনিগুলির দ্রব্য সম্ভার গাড়ীতে বোঝাই দিয়া লোকজন সকলে সজ্জিত হইয়া দেশ যাত্রায় প্রস্তুত হইল। সমগ্র দেশটা জোয়ানর হাতের মুঠার মধ্যে ছিল, শত বৎসরের সমর তাঁহার পদতলে দলিত ছিল, তাঁরই ইঙ্গিতে সমগ্র দেশের প্রজা, সৈন্যসকল উঠিতে বসিতেছিল। রাজাই সেই ক্ষমতা নষ্ট করিলেন সুতরাং জোয়ান যে মর্ম্মাহত ও উৎসাহহীন হইলেন ইহা আদৌ আশ্চর্য্যের কথা নহে

রাজার নিকট গৃহে ফিরিবার জন্য হুকুম প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। আট মাস কাল তাঁহাকে মর্ম্মপীড়িত হইয়া রাজদরবারে বাস করিতে হইয়াছিল। তথাপি ফ্রান্স উদ্ধারের চিন্তাই তাঁহাকে জীর্ণ করিতেছিল। যখন তাঁহার এই কয়েদী জীবন অসহ্যহইয়া উঠিত তখন তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শত্রুদের উপর মাঝে মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, এইটুকু মাত্র স্বাধীনতা তাঁহার তখনও ছিল। ইহা তাঁহার ক্ষুণ্ণ ভারাক্রান্ত প্রাণকে সজীব করিয়া তুলিত। কোন এক আক্রমণে Burgundianরা Compiegne অবরোধ করিতেছিল, তিনি এই আক্রমণে ছয় শত ঘোড়সোয়ার লইয়া অগ্রসর হন এবং আপন সৈন্যদের উৎসাহ বাক্য দ্বারা উত্তেজিত করেন। এইটা তার শেষ যুদ্ধ, শত্রুশিবির কৃতকার্য্যতার সহিত তিনবার আক্রমণ করেন।

কিন্তু শেষ আক্রমণে যখন তিনি শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিবেন ঠিক সেই সময় একটা গুজব রটিল যে তিনি আহত হইয়া মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। সংবাদ পাইবামাত্র সৈন্যদল দমিয়া গেল এবং তাহারা ভীত হইয়া কাপুরুষের মত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। তিনি এবং তাঁর কতকগুলি চির বিশ্বস্ত শিষ্য পলাতক সৈন্যদের মধ্যে পথভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। শত্রুরা তাঁহাদের ঘেরিয়া ফেলিল। অবশেষে জোয়ানকে অশ্ব হইতে নামাইয়া লইয়া সহচর সমেত বন্দী করিয়া Duke of Burgundyর তাম্বুতে লইয়া গেল। জোয়ান ও তাঁহার সঙ্ঘকে গ্রেপ্তার করিয়া ইংরাজ সেনাপতি এবং Burgundian অধিনায়কেরা এত বেশী আহ্লাদিত হইলেন যে পাঁচ শত যোদ্ধাকে বন্দী করিলেও তত আনন্দিত হইতেন না। জোয়ানের বন্দীত্বের সংবাদ ফ্রান্সের জনসাধারণের মনে একটী বিশেষ আঘাত দিল; তাহারা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। জোয়ানকে যে কেহ বন্দী করিতে পারে এ চিন্তা তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। ইহা কি সম্ভব যে ফ্রান্সের মুক্তিদাতৃ বন্দী? এ কথা ভাবিতে যে তাহাদের বড় ব্যথা লাগে, সহজে বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বর কি এমন দুর্ঘটনা ঘটাইতে পারেন?

ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ লাগে ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে একজনও জোয়ানকে উদ্ধার করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন না, এমনকি কাহারও গলাটাও পাওয়া গেল না, কিন্তু তাহারা যে ঐ কার্য্যে সাহায্যাক্ষম এমন নহে; সত্য সত্যই যেসকল সহর তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন সেইসকল সহরবাসীরা তাহার জন্য দুঃখ করিল এবং অনেকে কাঁদিল; টুরে জনসাধারণ শোকোচ্ছাসে নগ্ন পদে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু সৈন্যেরা কিম্বা রাজা যাহাকে তিনি রাজসম্মানে মুকুট পরাইয়া অভিষেক করাইয়া

সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং যে সৈন্যেরা তাহাকে এত সম্মান করিত, দেবী বলিয়া ভাবিত, তাহারা কেহই জোয়ানের উদ্ধারার্থে একটুও তৎপরতা দেখাইল না।

তাঁহার জীবন লেখকদিগের মধ্যে একজন এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে জোয়ানের উপস্থিতিতে ও তাঁহার অনুপ্রেরণায় তাহাদের ভীরুতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া সৎসাহস ও বদান্যতায় পরিণত হইত। যখন তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও মন্ত্রমুগ্ধকারী শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইত, তখন তাহারা পুনরায় আতঙ্কসাগরে নিমজ্জিত হইত, পুরুষানুক্রমে যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল তাহা এড়াইতে পারিত না। কিন্তু তাহাদের অবজ্ঞার জন্য জোয়ানের মুখ হইতে একটাও কথা বাহির হইল না। এমনকি একটা দীর্ঘশ্বাস বা ক্ষেদোক্তি বাহির হইল না। Burgundianরা তাহাকে পাঁচমাস ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। তাহারা আশা করিয়াছিল যে ইংরাজরা কিম্বা ফরাসীরা মোটা কিছু অর্থ লইয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে আসিবে এবং সেই অর্থ তাহাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়া যাইবে। এই আবদ্ধ অবস্থায় জোয়ান দুইবার বন্দীশালা হইতে পলায়নের চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রথম চেষ্টার পর কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে দুর্গের একটী ষাটফুট উচ্চ কক্ষে বন্ধ করিয়া রাখেন। তাহার পর জোয়ান শুনিলেন যে Compiegne পুনরায় আক্রান্ত হইয়াছে। শত্রুপক্ষ জয় করিতে পারিলে সমগ্র দেশটা ছারখার করিয়া রক্তে ভাসাইয়া দিবে। জোয়ান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্বদেশবাসীর জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, এবং যে কোন উপায়ে বন্ধনমুক্ত হইয়া দেশ রক্ষা করিতে যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। গভীর রজনীতে বিছানার চাদর ছিঁড়িয়া তাহাদ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিয়া সেই উচ্চ কক্ষের বাতায়ন হইতে নীচে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, মধ্যপথে রজ্জু গবাক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া গেল, জোয়ান ভূতলে পতিত হইলেন। যখন তাহাকে উঠান হয় তখন তিনি হতজ্ঞান; আঘাত গুরুতর হওয়াতে তিনদিন তাঁহার চৈতন্য ছিল না।

Duke of Burgundy ইংরাজদিগের কাছে জোয়ানকে বিক্রয় করিলেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়াও ফরাসী জাতি মুখ খুলিল না এবং রাজাও কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

আধুনিক দিনে কোন দেশেই জোয়ানের স্মৃতি-বার্ষিক দিন ইংলণ্ড অপেক্ষা গৌরব ও সম্মানের সহিত অনুষ্ঠিত হয় না। এমন কোন ইংরাজ নাই যিনি জোয়ানের শোচনীয় মৃত্যুতে দুঃখিত হন না যাহার মূলে তাহারই জাতি ছিল। কোন শত্রুপক্ষই তাঁহার মত ভয়ঙ্কর নেত্রীকে জীবিত রাখিতে আদৌ সম্মত হন নাই! যাহাই হউক না কেন, ফরাসীরাই তাঁহার মৃত্যুর জন্য অধিক পরিমাণে দায়ী।

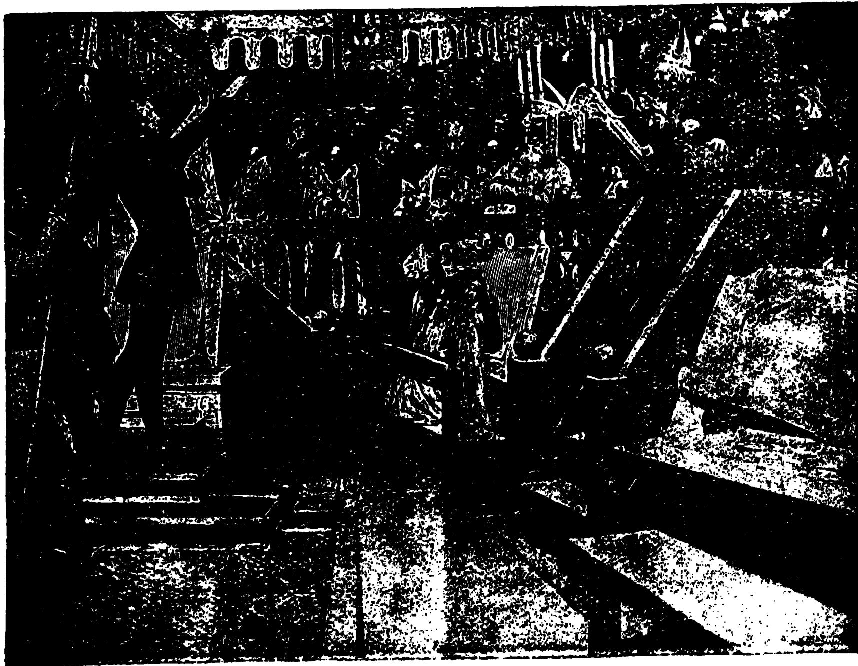
ইংরাজরা তাঁহাকে Rouenএ বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া একটী বন্য পশুর মত লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া এক সঙ্কীর্ণ অন্ধকার কুটিরে রুদ্ধ করিয়া দিল। ইহাও নাকি তাহার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। তাঁহাকে পিঞ্জরের সহিত লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা হাত পা এমনকি গলা পর্য্যন্ত বন্ধন করিয়া রাখিল। এইভাবে দেড় মাস রাখিবার পর তাঁহাকে দুর্গের একটী অন্ধকার কারাকক্ষে বদলী করিল। তথায় দিনে তাঁহাকে একখণ্ড বড় কাষ্ঠের সহিত লৌহ শৃঙ্খলের দ্বারা হাত ও পায়ে বেড়ী দিয়া বাঁধিয়া রাখিত এবং রাত্রিতে খাটের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিত পাছে তিনি পলায়ন করেন। তাঁহার স্বাধীন মন এই লৌহ শৃঙ্খলগুলিকে কি ঘৃণার চক্ষেই দেখিত! নির্জ্জন কারাবাস সহ্য করা কি কঠিন! তাঁর বন্দী জীবনে পাঁচজন অসভ্য অশিক্ষিত অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত সৈন্য সর্ব্বদা তাঁর কাছে থাকিত, তাহাদের মধ্যে দুইজন দরজায় পাহারা দিত। ফ্রান্সকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহার এত দুঃখভোগ, এত অপমান?

জোয়ান যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন শত্রুরা শান্তিতে নিদ্রা যায় নাই; সদাই তাহাদের আতঙ্ক! কখন কি ঘটে! সুতরাং তাঁহাকে বধ করা একান্ত প্রয়োজন হইল। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফরাসী জাতিকে উদ্দীপিত করিতে চাহিল না। তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার মস্তকে এমন দুর্ণাম ও দোষ চাপাইয়া

দিবে যাহাতে মৃত্যু দণ্ড ছাড়া কোন দণ্ড দেওয়া যায় না তখন তাঁহার নাম শুনিয়া লোকে মুখ ফিরাইবে। কিন্তু এইরূপ নির্দ্দোষীর স্কন্ধে এত বড় একটী দোষ চাপান সহজ বা স্বল্পায়াসলব্ধ ব্যাপার নহে। সৈন্য অধিনায়ক হিসাবে তিনি অদ্বিতীয় এবং তাঁহার চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক। অতএব তাঁর ধর্ম্ম বিশ্বাসে কোন ত্রুটি দেখাইয়া তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার একমাত্র ক্ষীণ আশা তাহাদের পাপ কলুষিত মনে সান্ত্বনা দিল।

দণ্ডের পূর্ব্বে একদিন তিনজন ইংরাজ রাজপুরুষ তাঁহার সেই অন্ধকূপ বন্দীশালার কারাকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "যদি আর যুদ্ধ করবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর তবে তোমায় মুক্তি দিতে পারি।" এতদিন সঙ্গীহীন অবস্থায় কয়েদ থাকিয়াও তাঁহার তেজ ও বীর্য্য কমে নাই। সেই শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাহাদের সজোরে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেন এবং বলেন—এই দেহ! আমার হাত পা এই দেখ! বেড়ী আর শিকল, এরা তোমাদের চেয়ে আমার ভবিষ্যতের কথা বল্‌তে পারে, আমার কপালে কি আছে আমি জানি। ইংরাজরা আমায় মেরে ফেলে ফ্রান্স পাবে—এই তাদের ধারণা—আমাকে মারলেই সব নিষ্কণ্টক হয়; কিন্তু সেটা হবে না—তাদের শক্তি বেশী হলেও কিছুতেই রাজ্য জয় করতে পারবে না আমি বলে যাচ্ছি......'।

ইহার দুই মাস পর অর্থাৎ সাত মাস নির্জ্জন কারাবাসের পর তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল।



THE TRIAL OF JOAN OF ARC

বিদেশীর বিনয়।

পুণ্যভূমি আরবের মদিনা নগরে,
পবিত্র ভজনালয় চারু শোভা ধরে।
দলে দলে কত শত সাধু মহাজন,
দিবানিশি যায় সেথা করিতে ভজন।
তথায় বিদেশী এক দীনহীন বেশে,
প্রতিদিন দাঁড়াইয়া থাকে দ্বারদেশে।
নমাজ পড়িতে কেহ প্রবেশিলে ঘরে,
আগুলিয়া সযতনে পা-দুখানি ধরে।
নিকটে সঞ্চিত আছে কলসীতে জল,
তা'দিয়া ধুইয়া দেয় চরণ যুগল।
না যায় ভজনালয়ে, না পড়ে নমাজ ;
ভাবে সবে মনে মনে এ কেমন কাজ।
কেহ বলে পাগলের এই কাজ সাজে,
দুর করি দেও ওরে, যা'ক অন্য কাজে।
কেহ বলে মোর ভাই হেন মনে লয়,
কাফেরের গুপ্তচর এই জন হয়।
অপরে বলিছে ইথে নাহি কিছু আন্
খবর লইতে হেথা করে নানা ভাণ।
অবশেষে এই মত হইল সবার,
ধাইল সকলে তারে করিতে প্রহার।
প্রাণভয়ে দ্রুতপদে বিদেশী পলায়,
উপনীত মহম্মদ ছিলেন যথায়।

মহামতি হজরৎ পুরুষ প্রধান,
করিলেন অভাগারে অভয় প্রদান।
ক্ষুণ্নমনে শিষ্যগণ ছুটিয়া আসিল,
সবিনয়ে সব কথা প্রভুরে কহিল।
শুধালেন হজরৎ মধুর বচনে,
"কেন বাছা, মতি তব হেন আচরণে ?
কি হেতু ভজনালয়ে কর না প্রবেশ ?
নমাজ পড় না কেন কহ সবিশেষ।"
বিদেশী বলিল, "প্রভু করি নিবেদন,
অধম পাতকী আমি অতি হীন জন।
পরম পবিত্র ভূমি ভজন-আলয়,
প্রবেশ করিতে সেথা মনে লাগে ভয়।
সারি দিয়া নমাজ পড়িছে সাধুজন,
কেমনে দাঁড়াব সেথা, হেন অভাজন ?
সে কারণ তাঁহাদের চরণ যুগল,
ধোয়াইয়া করি আমি জীবন সফল।"
শুনিয়া এ হেন বাণী হরষিত মনে,
কহিলেন হজরৎ প্রীতি সম্ভাষণে।
"বিনয়ে পরম পুণ্য খোদার বচন,
বিনয়ের অবতার দেখি এইজন।
যদিও ভজনালয়ে না পড়ে নমাজ,
খোদার বিচারে নহে হীন এর কাজ।"

অজ্ঞাত।

শিশু-কল্যাণ

(রমেশ শর্ম্মা)

চা—কাফি—কোকো।

চা—শত করা— ২ ভাগ—থিন (Theine).

" " —১৫ ভাগ ট্যানিন্ (Tannic Acid)

" " — ৪ ভাগ—পাত্‌লা তৈল পদার্থ (Volatile Oil)

থিন—কেফিনের ন্যায় একটী ক্ষার পদার্থ (Alkali); ইহা কেফিনের ন্যায় উত্তেজক এবং স্নায়ু মণ্ডলের অবসাদ জন্মায়।

ট্যানিন—ট্যানিক এসিড অত্যন্ত সংকোচক; এই জন্যই চা-পান করিলে, কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ জন্মে (Constipation)। ইহা পেপছিনকে উত্তেজিত করে এবং এলবুমেনকে ড্যালা পাকায়। মোট কথা ইহা হজম কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায় এবং রক্তহীনতা জন্মায় (Anæmia)।

পাতলা তৈল পদার্থ—ডিজিটিলিসের ন্যায় নিদ্রা নষ্ট করে।

কাফি—শতকরা ৭৫ ভাগ কেফিন।

" — ৫০ ভাগ—ট্যানিন্।

" —১৩০ ভাগ পাতলা তৈল পদার্থ।

ট্যানিন—'পাতলা তৈল পদার্থের' অপকারিতার বিষয় চা-তে বলা হইয়াছে।

কেফিন—ভীষণ বিষাক্ত পদার্থ। ইহা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমশঃ কমাইয়া আনে। কাফিতে চা অপেক্ষা তিন গুণের বেশী 'পাত্‌লা তৈল পদার্থ' আছে। ইহা কেফিন অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী। কাফি অধিক খাইলে, হজম শক্তি নষ্ট হয়, মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, স্নায়ুবিক অস্থিরতা আনয়ন করে এবং অনিদ্রা আনে। কাফি পান করিলে, ক্ষণিক উত্তেজনার পর অবসাদ আসে।

কোকো খাদ্য পদার্থ। দুধ ও চিনি মিশাইয়া খাইলে শরীর ভাল হয়।

শিশুগণ, তোমরা অনেকেই চা বা কাফি পান কর। শরীর সুস্থ এবং সবল রাখিবার জন্যই লোকে পান ও আহার করে। ভাল জিনিষ খাইলেই শরীর ভাল হয়। তোমরা বাল্যকাল হইতেই ভাল জিনিষ বাছিয়া বাছিয়া খাইবে। অবশ্য চা, কাফির দোষ জানিলে, তোমরা কখনই শরীর নষ্ট করিবার জন্য ইহা পান করিবে না। কথায় বলে, অভ্যাস করিলে, বিষও হজম হয়; কিন্তু বিষ কি শরীরের উপকার করে? কখনই নহে। এই যে লোকে চা খায়, বেশ মনোযোগ দিয়া, নিজের শরীরের কথা ভাবিলে, তাহারা বেশ বুঝিতে পারিবে যে ইহাতে যে যে দোষ আছে, তাহা ক্রমশঃ শরীরকে নষ্ট করিতেছে। তোমরা ছেলেবেলা হইতেই, ভাল মন্দ বিষয় বেশ বুঝিয়া চলিবে; তাহা না করিয়া, অন্ধের মত চলিলে, জীবনে দুঃখ পাইবে। তোমরা ত আর দুঃখী হইতে চাও না। সকলে সুখী হইতেই চাও। তাহা হইলে, চা, কাফি পান করিও না; যাহারা খাওয়া অভ্যাস করিয়াছ, ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দাও। অবশ্য তোমাদের সরল প্রাণ, মনেও বেশ জোর আছে ইচ্ছা করিলে, একদিনেই ঐ সব অনিষ্টকারী জিনিষ ত্যাগ করিতে পার।

বিচিত্রা।

বিষাক্ত ভেক :—কিছুদিন পূর্ব্বে বেলজিয়ামে মিউস (Meuse) নদীর তীরের নিকট গ্রাম সমূহে এক প্রকার বিষাক্ত ভেকের আবির্ভাব হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে প্রায় ৬৯ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে জানা যায় যে ঐ ভেকের আক্রমণে তাহারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। প্রথমে লোকের ধারণা হয় যে বিষাক্ত গ্যাসে মারা গিয়াছে; কারণ গত যুদ্ধের সময় সেই সকল স্থানে গোলা বারুদ যথেষ্ট পরিমাণ গুদামজাত করা ছিল। সুতরাং লোকের ধারণা হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে বারুদের দুষিত গ্যাসে লোকেরা মরিয়াছে। দ্বিতীয় কারণ নির্ণয় করা হয় যে নিকটস্থ কল কারখানার চিমনি হইতে নির্গত দূষিত গ্যাস কুয়াশার চাপে উচ্চ স্তরে মুক্ত বায়ু মণ্ডলে এবং আকাশে পরিব্যাপ্ত হইতে না পারিয়া নীচেই থাকিয়া গিয়া গ্রামের লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। শেষে স্বাস্থ্য-সমিতির অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে ভেকই একমাত্র মৃত্যুর কারণ। এই ভেকের আক্রমণ হৃদ্‌রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অসহ্য এবং মৃত্যু অনিবার্য্য। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে মৃত ব্যক্তিরা সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত এবং পূর্ব্ব হইতেই হৃদরোগে বহুদিন কষ্ট পাইতেছিলেন।

অদ্ভুত মাছ : কিছুদিন পূর্ব্বে একজন ধীবর নেত্রকোণার কংসা নদীতে একটি আট মণ ওজনের মাছ ধরিয়াছিল। মাছটির নাম 'বাবআইট'; ইহা লম্বায় ৭ ফিট ১০ ইঞ্চি এবং চওড়ায় পাঁচ ফিট ছিল। এই জাতীয় মাছ এবং এত বড় মাছ প্রায় জালে পড়ে না।

বিরাট বিমান :—সকল সভ্যজাতি স্ব স্ব বিমান বিভাগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই বিষয়ে জার্ম্মানীও কম উন্নত নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মানীর লোকেরা যখন Do-x বিমানটি দেখিতে ব্যস্ত, তখন Imperial Airways শিল্পীরা একখানি বিরাট যাত্রিবাহী উড়ো-জাহাজ প্রস্তুত করণে নিরত ছিলেন; ইহা বিলাতী নক্সায় ও কায়দায় প্রস্তুত হইতেছিল; এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় যাত্রিবাহী শূন্য-রথ হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহা চারিটি ইঞ্জিনযুক্ত এবং সর্ব্বসমেত ২২০০ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট। ৩৮ জন যাত্রী, দুই জন নাবিক, এবং দুই জন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারি এবং মাল পত্র শুদ্ধ ওজন ১৩ টন, প্রতি ২ ঘণ্টায় ১২০ মাইল চলিবার শক্তিযুক্ত ৮৬½ ফুট লম্বা। তাহার ভিতর সুন্দর সজ্জিত আরাম কক্ষ, পার্শ্বে বারাণ্ডা। ধারে ধারে স্নান ঘর। প্রসাধন কামরা, খাবার ঘর, এবং ডাক ও মাল বিভাগ ছিল। শূন্য-রথের সম্মুখভাগে ১৮ জন যাত্রীর এবং পশ্চাদভাগে ২০ জন যাত্রীর স্থানের ব্যবস্থা ছিল এবং চলন্ত অবস্থায় একখানি দ্রুত রেলগাড়ী অপেক্ষা বেশী শব্দ হইবে না বলিয়া আশা করা হয়।

মূল্যবান তিমি :— কিছুদিন পূর্ব্বে একটী বৃহৎ তিমি ধৃত হইয়াছিল। সাধারণ তিমি অপেক্ষা ইহার মূল্য শতগুণ বেশী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। তিমিটী দেখিতে তত বেশী বৃহৎ ছিল না কিন্তু ইহার চর্ব্বি বা তৈল যথেষ্ট ছিল। সেই তৈল বিক্রয় করিয়া ৬০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইহার উদরে এক মণের ও অধিক ওজনের Ambergris পাওয়া গিয়াছিল। এই Ambergris গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা অতিশয় মূল্যবান পদার্থ। স্বর্ণ অপেক্ষা ইহার মূল্য পাঁচগুণ অধিক। ইহা কোন কোন তিমির উদরে পাওয়া যায়। এই তিমিটীর মূল্য মোট ৬০০০০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল।

চুলের আমদানী :— তোমরা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে যে গত বৎসর ১৫০০ টন মানুষের চুল চীন হইতে আমদানী হইয়াছে। কেন এত চুল আমদানী করা হইল তাহা জানিতে তোমাদের ইচ্ছা হইতেছে। কলের সাহায্যে নানাবিধ বীজ হইতে

তৈল বাহির করা হয় এবং তাহা ছাঁকিবার জন্য সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। কয়েক প্রকারের বস্ত্র ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা সন্তোষজনক নহে। চুল নির্ম্মিত বস্ত্র এই কার্য্যের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং চীনবাসীদের চুলই এইরূপ বস্ত্র বয়নের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; সেই জন্যই এত চুল চীন হইতে আমদানী করা হয়।

গাভীর সৌভাগ্য ঃ—হল্যাণ্ড দেশে গাভীর বিশেষ যত্ন করা হয়। তথাকার গোশালায় কাঁচের দরজা দেওয়া হয় এবং তাহাতে লেশযুক্ত পরদা থাকে। গোশালার মেজেতে টালি পাতিয়া দেওয়া হয় এবং সেইগুলি সর্ব্বদাই পরিষ্কার করা হয়। তথাকার গাভীর লেজ লম্বা বলিয়া তাহা উঁচু করিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় যেন মাটিতে ঠেকিয়া ময়লা না হয়। শিংগুলি মার্জ্জিত হয় এবং দিনের মধ্যে ৩।৪ বার গাভীর লোম বুরুশ দিয়া ঝাড়িয়া দেওয়া হয়। বৎসরের মধ্যে ৮ মাস গাভীসকল গোশালায় থাকে। শীতকালে গোশালায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়। বসন্তের আগমনে গাভী-দিগকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু হল্যাণ্ডে বসন্তকালেও জল বায়ুর গতিক ঠিক থাকে না বলিয়া তাহাদের গায়ে সুন্দর সুন্দর গরম আচ্ছাদন দেওয়া হয়। আমাদের দেশের গাভীদের ইহাতে গাত্রদাহ হইবে সন্দেহ নাই।

সাধুর স্বভাব।

মধুময় ইক্ষুদণ্ড, কর তায় শত খণ্ড,
স্বাভাবিক মধুরতা তবু তার যায় না।
পরিপূর্ণ পরিমল, শতখণ্ডে শতদল,
বিচ্ছিন্ন হলেও তার সৌরভ লুকায় না।

আ মরি উজ্জ্বল কিবা, সুবর্ণের বর্ণবিভা,
অনন্ত দহনে তার স্বর্ণকান্তি যায় না।
দিবানিশি নির্ব্বিশেষে, সহিয়া অশেষ ক্লেশে,
সাধুর সরল চিত্ত মহত্ত্ব হারায় না।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

ছেলেমেয়েদের গৃহকর্ম্মে সাহায্য।

প্রত্যেক পরিবারে প্রায় ছেলেমেয়ে অল্পবিস্তর দেখা যায়। তাহারা স্বেচ্ছায় গৃহকর্ম্মে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। কোন কোন সময় দেখা যায় যে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বৃথা সময় নষ্ট করে এবং পিতা মাতা কিছু করিতে বলিলে তাহারা বিরক্তি বোধ করে। কিন্তু একটু মনোযোগ করিলে তাহারা পিতামাতার প্রচুর সাহায্য করিতে পারে এবং গৃহগুলিও তাহাতে সুসজ্জিত ও আনন্দপূর্ণ হইতে পারে। মেয়েরা কি কি কাজে সাহায্য করিতে পারে তাহাই বলিতেছি।

(১) মেয়েরা মায়ের সাহায্যের জন্য ঘর-দুয়ার ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে পারে। মধ্যে মধ্যে ঘরের মেজে পাকা হইলে মুছিয়া দিতে পারে আর কাঁচা ঘর হইলে গোবর গোলা দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে।

(২) ঘরের দ্রব্যাদি মাজিয়া-ঘসিয়া মাকে সাহায্য করিতে পারে এবং সেইগুলি গুছাইয়া সাজাইয়া দিতেও পারে।

(৩) আজকালকার দিনে মেয়েরা নিয়মিত ভাবে রন্ধন করিলে তাহাদের শিক্ষা হয় এবং আহারীয় দ্রব্য

উত্তমরূপে রন্ধন করা হয়। ইহাতে আহারের সময় সকলেই আনন্দ পায় ও রাঁধুনির খরচও বাঁচিয়া যায়।

(৪) গৃহের কতক কতক কাজ ভাগ করিয়া লইলে মায়ের অনেকটা সাহায্য হয়। বিছানা করা বাতি তৈয়ারী করা, গৃহ সাজান, ভাঁড়ার দেখা, পরিবেশন করা প্রভৃতি।

(৫) ছোট ছোট ভাই বোনদের ভার লইয়া বড় মেয়েরা মাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। তাহাদের স্নানাহার, খেলা পড়া প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মা কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

(৬) সময় মত একত্রে বসিয়া ছোট ছোট ভাই বোনদের লইয়া ভাল ভাল গল্পের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদিগকে খানিকক্ষণ ভুলাইয়া রাখিলে মায়ের অনেকটা সাহায্য করা হয়।

(৭) বাড়ীর পশুপক্ষীর ভারও কোন কোন মেয়ে লইতে পারে। তাহাতে মায়ের কতকটা সাহায্য হয়।

(৮) মেয়েরা প্রায়ই গান করিতে পারে। অতএব সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীর সকলে একত্র হইলে তাহাদের কাছে একটু গান গাহিয়া তাহাদের আনন্দ দিতে পারে।

এইরূপ ভাবে আরও অন্যান্য প্রকারে মেয়েরা বাড়ীর জন্য বিশেষ উপকার সাধন করিতে পারে। এখন ছেলেরা কি করিতে পারে তাহাই বলিব। ছেলেরা কে কি করিতে পারে বলা শক্ত হইলেও কতকগুলি বিষয় সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে।

(১) গৃহের চতুর্দ্দিক তাহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভৃত্যদিগের কাজ নির্ণয় করিতে পারে এবং দরকার হইলে নিজেরাও বৃক্ষাদির যত্ন ও বাগানের কিছু কিছু কাজ করিতে পারে।

(২) বড় ছেলেরা সময়ে সময়ে ভাল ভাল পুস্তক হইতে গল্প প্রভৃতি পড়িয়া ছোট ছোট ভাই-বোনদের শুনাইতে পারে।

(৩) সময়ে সময়ে তাহাদিগকে বেড়াইতে লইয়া যাইতে পারে এবং কোন কোন স্থান বা দ্রব্যাদি দেখাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারে।

(৪) ছোট ছোট ভাই-বোনদের স্বভাব গঠনে তাহারা সাহায্য করিতে পারে।

(৫) হাটবাজার করিয়া পিতার যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

(৬) আগন্তুকদিগকে অভ্যর্থনা করিতে পারে এবং পরে পিতা বা মাতাকে সংবাদ দিতে পারে। তাঁহারা বাড়ীতে না থাকিলে আগন্তুকদিগের নাম ঠিকানা ও আগমনের উদ্দেশ্য লিখিয়া রাখিতে পারে।

(৭) ভৃত্য না আসিলে কূপ হইতে জল তুলিয়া দিয়া মায়ের সাহায্য করিতে পারে।

(৮) কেহ অসুস্থ হইলে ডাক্তার বা চিকিৎসক ডাকিতে পারে এবং ঔষধাদি আনয়ন করিতে পারে।

ইচ্ছা করিলে তাহারা আরও অন্যান্য উপায়ে গৃহের সাহায্য করিতে পারে।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

টিয়া।

এক ছিল ব্যাধ। সে বনে বনে পাখী ধ'রে বেড়াত। সেই সব পাখী বেচে তার সংসার চালাত। সংসারে সে আর তার স্ত্রী। কিন্তু পাখী বেচে কখন সে বেশী পয়সা রোজগার করতে পারে নি কারণ রোজ সে পাখী ধ'রতে পারত না।

কোনরূপে তাদের দিন কাটে। মাঝে মাঝে দু'পয়সা পায় আবার দু'চার দিন কিছুই পায় না। একদিন ঘরে কিছু ছিল না। ব্যাধের স্ত্রী বল্‌লে "আজ ত আর খাবার কিছু নেই, এবার অনাহারে থাকতে হ'বে দেখছি। আজ তুমি যে পাখীটা ধ'রবে সেটা আমরা রেঁধে খাব। বিক্রী ক'রে হাটবাজার ক'রতে বড় দেরী হ'য়ে যাবে।" এইরূপ কথার পর ব্যাধ ও তার স্ত্রী পাখী ধরবার লম্বা সরু বাঁশগুলিতে আটা লাগিয়ে ঘর থেকে বনের দিকে চ'লে গেল।

সারা বনটা খুঁজে সেদিন আর কিছু পেলে না। সব পাখী যেন বন ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে। প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এল, তখন ব্যাধের মনে বড় ভাবনা হ'ল। সারাদিন খাওয়া দাওয়া হয় নি। তারপর সমস্ত দিন বনে ঘুরে বেড়িয়ে দু'জনেই খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। হাঁটতেও তাদের কষ্ট হচ্ছিল। মনের দুঃখে বাড়ী ফিরছিল এমন সময়ে হঠাৎ একটা টিয়া পাখী দেখে তারা একটা বাঁশ উঁচু ক'রে ধ'রলে। টিয়া পাখীটা উড়ে এসে তাতে বসতে গিয়ে আটায় আটকে গেল। তখন ব্যাধ তাকে ধ'রে ফেললে। পাখীটা বড় সুন্দর! সমস্ত গা টা সবুজ, লেজটা লাল ও সোণালী রংয়ের; গলায় একটা সোণালী রংয়ের গোল দাগ আর চোখ দুটো ঘোর কাল। ব্যাধ তার স্ত্রীর হাতে পাখীটা দিলে। সে পাখীটা হাতে নিয়ে বল্‌লে, "কি সুন্দর পাখী, আমরা একে খাব না। এতটুকু পাখীতে আমাদের কি হ'বে? একে বরং ছেড়ে দিই।" কথা শুনে টিয়াও উত্তর দিয়ে বল্‌লে, "আহা, তুমি বেশ ভাল লোক। আমাকে খেও না। আমি তোমাদের বড়লোক ক'রে দেব।" টিয়ার কথা শুনে ব্যাধ ও তার স্ত্রী অবাক হ'য়ে গেল।

ব্যাধ বল্‌লে হ্যাঁ, হ্যাঁ কি বলছ? তুমি আমাদের বড়লোক করে দেবে? এ কি কথা!

টিয়া বল্‌লে—কথাটা সত্যি; তুমি আমাকে রাজার কাছে বেচতে নিয়ে চল।

—কত টাকা চাইব?

—সে সব আমি বলব। তুমি কেবল আমাকে রাজার কাছে নিয়ে চল। তোমাদের জন্য অনেক টাকা আদায় ক'রে দেব।

পরদিন ব্যাধ ও তার স্ত্রী টিয়া পাখীকে নিয়ে রাজবাড়ীতে হাজির হ'লো। রাজা পাখী দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিনতে চাইলেন। ব্যাধকে দাম জিজ্ঞাসা করাতে সে পাখীটাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "টিয়াই নিজের দাম নিজে বলবে।"

রাজা বল্‌লেন কি! টিয়া কথা বলতে পারে?

ব্যাধ বল্‌লে হাঁ, রাজা মশাই। আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তার দাম বলবে।

রাজা মনে করলেন যে ব্যাধ পাখীটাকে দু'চারটা কথা শিখিয়ে এনেছে। বেশী কথা জানে না। তবুও তিনি টিয়াকে তার দামের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

টিয়া বললে—মহারাজ, আমার দাম দশ হাজার টাকা। এটা বড় বেশী দাম তা মনে ক'রবেন না। আমাকে কিনলে আপনার অনেক উপকার হ'বে আর আমি আপনার অনেক কাজে লাগতে পারব।

পাখীর এমন স্পষ্ট ও বুদ্ধির কথা শুনে রাজা অবাক্ হ'য়ে গেলেন। তিনি খাজাঞ্চিকে ডেকে ব্যাধকে দশ হাজার টাকা দিতে বললেন। তারপর পাখীটাকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। রাজা টিয়াকে নিজের ঘরে রেখে দিলেন আর সময় পেলেই তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লতেন।

রাজার ছয় রাণী। কিন্তু টিয়াকে পাবার পর থেকে রাজা আর রাণীদের কথা কিছু ভাবেন না। রাণীরা খুব বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। রাজ-কাজ ক'রে একটু সময় পেলেই রাজা টিয়ার সঙ্গে কথা বলেন, বড় একটা অন্দর মহলে যান না। এই জন্যে টিয়ার উপর রাণীদের বড় রাগ হ'লো। তাঁরা একদিন পরামর্শ ক'রে টিয়াকে মেরে ফেলতে চাইলেন। রাজা একদিন শীকারে বার হ'য়ে গেলে তাঁরা ঘরে ঢুকে পাখীটা মেরে ফেলবার জন্যে খাঁচার কাছে এলেন। টিয়া তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পেরে ধর্ম্মের কথা আওড়াতে লাগল। টিয়ার মিষ্টি কথা শুনে রাণীরা তাকে আর মেরে ফেলতে পারলেন না। সেদিনকার মত টিয়া বেঁচে গেল কিন্তু রাণীদের চক্রান্ত চলতে লাগল।

তার পরদিন ছয় রাণীতে দরবার বসালেন। পাখী কেনার পর থেকে রাজা তাদের কাউকে নূতন গয়না দেন নি কিম্বা তাদের সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও বলেন নি সুতরাং টিয়ার জন্যেই তাদের এই দুঃখ। টিয়াকে না মারলে তাদের দুঃখ দূর হ'বে না। কিন্তু কে তাকে মারবে। স্থির হ'লো যে তারা টিয়াকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। প্রশ্নটা অন্য কিছু নয়—রাণীদের মধ্যে কে কুৎসিতা—আর যাকে টিয়া কুৎসিতা বলবে সেই তাকে মেরে ফেলবে।

এই রকম চক্রান্ত ক'রে রাণীরা একদিন টিয়ার ঘরে এসে হাজির। এক রাণী টিয়াকে ডেকে বললেন, 'তুমি ত খুব জ্ঞানী, তোমার নাকি খুব বিচার শক্তি আছে। কই বলত আমাদের মধ্যে কে খুব দেখতে কুৎসিতা?" টিয়া এবারও তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে, "আপনাদের সকলকে বেশ ভাল ক'রে না দেখলে কেমন ক'রে বিচার ক'রব। আমাকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেন তাহ'লে আমি আপনাদের কাছে গিয়ে, দেখে শুনে নিজের মত প্রকাশ ক'রব।" রাণীরাও খুব চালাক। তাঁরা আগে ঘরের জানালা দরজা ভাল করে বন্ধ করে টিয়াকে খুলে দিলেন। টিয়া একটা ছোট নর্দ্দমা লক্ষ্য ক'রে রেখেছিল। রাণীরা আদৌ সেটার বিষয় মনোযোগ করেন নাই। টিয়া খাঁচা হ'তে বার হ'য়ে এসে সকলকে দেখে বললে "আপনারা সাত সমুদ্র তের নদী পারের রাজকুমারীর পায়েরও যোগ্য নন।" টিয়ার কথা শুনে রাণীরা তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলেন। তাকে ধ'রবার জন্যে হুড়াহুড়ি করতে লাগলেন কিন্তু সে সেই ছোট নর্দ্দমা দিয়ে পালিয়ে গেল। টিয়া উড়ে গিয়ে এক গরীব কাঠুরিয়ার বাড়ীতে আশ্রয় নিল। কাঠুরিয়া তাকে একটা খাঁচায় রেখে বেশ যত্ন ক'রতে লাগল।

রাজা শীকার থেকে বাড়ী এসে টিয়াকে না দেখতে পেয়ে বড় দুঃখিত হ'য়ে পড়লেন। রাণীদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন যে তারা কেউ কিছু জানে না। রাজার আর কাজে মন বসে না; রাণীদের সঙ্গে কথাও কন না। কিন্তু রাণীরা সর্ব্বদাই বেশ হাসিখুসীর ভাব দেখান যেন কিছুই জানেন না। রাজার জন্যে মন্ত্রীরা ভেবে অস্থির। টিয়ার জন্যেই রাজার এই অবস্থা তা আর বুঝতে বাকী রইল না। তাঁরা ঢেঁড়া দিয়ে চারিদিকে জানিয়ে দিলেন যে টিয়াকে এনে দিতে পারবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হ'বে। কাঠুরিয়ার কাণে কথাটা গেল। সে টিয়াকে রাজবাড়ী এনে দিয়ে দশ হাজার টাকা নিয়ে গেল। রাজাও টিয়াকে পেয়ে আবার খুসী হ'য়ে কাজে মন দিলেন।

টিয়াও রাজাকে রাণীদের দুষ্টামির কথা ব'লে দিলে রাজা রাগ ক'রে তাদের রাজবাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দিলেন। তারপর টিয়াকে সেই সাত সমুদ্র তের নদী পারের রাজকুমারীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

রাজা--সত্যই কি তিনি খুব সুন্দরী? তাঁর বিষয় আমাকে সব খুলে বল।

টিয়া—রাজা মশাই সত্যই তিনি খুব সুন্দরী; তাঁর মত সুন্দরী রাজকুমারী আর পৃথিবীতে নাই। তাঁর চুল খুব ঘন ও লম্বা; চুলের ভারে তাঁর চলতে কষ্ট হয়। গায়ের রং সোণার মতন, আর চোখ হরিণীর চোখের

য়ত্ন। তিনি যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী ও ধার্ম্মিকা। পরমেশ্বর অনেক বহুমূল্য রত্ন সৃষ্টি করেছেন সত্য কিন্তু এ রকম রূপবতী ও গুণবতী স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেক্ষা বহু মূল্য রত্ন।

' রাজা—ও টিয়া তুমি সব জান। কেমন ক'রে তাঁকে পাওয়া যায় তাই বল। সাত সমুদ্র তের নদী পারের দেশ যে অনেক দূর।

টিয়া—অনেক দূর বটে কিন্তু আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি। যদি আপনি আমার কথা শুনেন তবে তাঁকে রাণী ক'রতে পারেন।

রাজা তুমি যা ব'লবে তাই ক'রব। তাঁকে আমার রাণী করাই চাই।

টিয়া—প্রথমে একটা পক্ষীরাজ ঘোড়ার দরকার। তা না হ'লে সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া যাবে না। আপনার কি ওরকম ঘোড়া আছে ?

রাজা—চল একবার আস্তাবলে গিয়ে দেখি।

এই বলে রাজা টিয়াকে নিয়ে আস্তাবলে গেলেন।

অনেক ঘোড়া দেখবার পর টিয়া একটা ঘোড়া দেখিয়ে বল্‌লে, "এই ঘোড়াটা পক্ষীরাজ জাতীয়। এইটাকে ছ'মাস খাওয়ান। তারপর যাত্রা করা যাবে।" রাজা বাধ্য হ'য়ে ছ'মাস অপেক্ষা ক'রলেন। তারপর টিয়া ঘোড়াটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখলে। সেটা উড়বার বেশ যোগ্য হয়েছিল। টিয়া স্যাকরাকে ডেকে রূপার কতকগুলো ছোট ছোট বল তৈরী করিয়ে নিলে। তারপর রাজাকে প্রস্তুত হ'তে বল্‌লে। রওনা হবার আগে সে রাজাকে বল্‌লে, "আপনি একবার বই দুবার চাবুক মারবেন না। রওনা হ'বার সময় একবার চাবুক মারলেই যথেষ্ট হ'বে। যদি আর একবার চাবুক মারেন তবে ঘোড়া ছ'মাস আর চলবে না।" রাজা তাতে মত দিলেন। ঘোড়ায় উঠে রাজা চাবুক মারতেই ঘোড়া শূন্যে উঠে চলতে লাগল। টিয়াও সঙ্গে গেল। কত দেশ, পাহাড়, নদী, নালা পার হ'য়ে সন্ধ্যাবেলা তারা একটা রাজবাড়ীর ফটকে এসে হাজির হ'লো।

ফটকের কাছে একটা বড় গাছ ছিল। টিয়া রাজাকে তার ঘোড়াটা ঝোপে লুকিয়ে রাখতে বল্‌লে। রাজা ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রেখে এল। তারপর টিয়া রাজাকে গাছে উঠতে বল্‌লে। রাজা তার কথামত গাছেই রাতটা কাটালেন। টিয়া মুখে ক'রে সেই রূপার বলগুলো একে একে ক'রে ফটক থেকে রাজকুমারীর শোবার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে গাছে রাজার কাছে গিয়ে ব'সল। সকালবেলা রাজকুমারীর সহচরী দরজা খুলতেই চক্‌চকে বল দেখে কুড়িয়ে নিয়ে রাজকুমারীকে দেখালে। তিনিও বার হ'য়ে এসে আরও কতকগুলো বল দেখতে পেয়ে কুড়াতে আরম্ভ করলেন। আনমনা হ'য়ে ক্রমে একেবারে ফটকের কাছে গিয়ে হাজির। তখন রাজা তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এসে তাকে ধ'রেফেলে বল্‌লেন, "কিছু ভয় ক'রো না; আমি শত্রু নই, আমি এক দেশের রাজা। তোমার রূপ ও গুণের কথা শুনে সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসেছি। তুমি কি আমার সঙ্গে গিয়ে আমার রাণী হ'বে না?" রাজকুমারী মত দিলে রাজা ঘোড়া নিয়ে এসে তাতে দুজনে চড়ে বসল আর টিয়া রাজার কাঁধে রইল। ঘোড়া আগেকার মত আবার ঘরের দিকে চলতে লাগল। কিন্তু রাজার আর তর সয় না। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছবার জন্যে হঠাৎ আবার ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে বসলেন। ঘোড়াটা তখনি একটা বনের মধ্যে নেমে গেল। তখন টিয়া দুঃখিত হয়ে বল্‌লে, "রাজামশাই, একি করলেন। আনন্দ-ভোগ করতে হ'লে ধৈর্য্যের দরকার, তাড়াতাড়িতে কেবল দুঃখ বাড়ে। এখন এখানেই ছ'মাস থাকতে হ'বে।" বনের মধ্যে ঘরবাড়ী কিছুই ছিল না, মাটীতে শুয়ে তাদের রাত কাটাতে হ'লো। সকালবেলা আর এক রাজা শীকার ক'রতে এসে রাজকুমারীকে দেখে পাগল হ'য়ে উঠলেন। রাজাকে লোকজন দিয়ে ধরিয়ে তার চোখ তুলে দিলেন। রাজকুমারীকে নিজের রাণী করবার জন্যে ধরে নিয়ে গেলেন। ঘোড়াটাকে রাজবাটীতে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন।

রাজবাটীতে পৌঁছবার পর রাজকুমারী ঘোড়াটার সন্ধান নিলেন। তাকে কোথায় রাখা হয়েছে তা তিনি জেনে রাখলেন। কিন্তু তাঁর রাজার ও টিয়ার কোন খোঁজ পেলেন না। নূতন রাজা বিবাহের প্রস্তাব করলেন কিন্তু রাজকুমারী তাতে সম্মত না হ'য়ে বল্‌লেন, "আমি ছ'মাস বিবাহ ক'রব না। আমাকে এই ছ'মাস সময় নির্জ্জনে বাস ক'রতে দেন, তারপর আমি আপনাকে জানাব।" রাজকুমারী খুব ধার্ম্মিকা ছিলেন এবং প্রথম রাজাকেই ভালবাসতেন ব'লে এখন বিবাহে মত দিলেন না। আরও তিনি জানতেন যে ছ'মাস পরে ঘোড়াটা চলবার শক্তি পাবে তখন কোন একটা উপায় করতে চেষ্টা করবেন। নূতন রাজা কোন দ্বিরুক্তি না ক'রে রাজকুমারীর জন্যে একটা ভাল ঘর ঠিক ক'রে দিলেন; দাসদাসীর ও সহচরীর বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। রাজকুমারীর দিন কাটতে লাগল কিন্তু তিনি টিয়ার সাক্ষাৎ পাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে রইলেন। ঘরের ছাদে রোজ রোজ দানা ছড়াতে লাগলেন যদি সন্ধান পেয়ে টিয়া আসে কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল তবুও টিয়া এল না।

এদিকে অন্ধ রাজা টিয়ার সাহায্যে দিন কাটাতে লাগলেন। সে ফল এনে দেয়, রাজা তাই খান আর রাত্রে গাছতলায় শুয়ে থাকেন। টিয়া তাঁকে ত্যাগ করে না। একদিন একটা পায়রার সঙ্গে টিয়ার আলাপ হ'লো। তার কাছে শুনতে পেলে যে রাজবাড়ীর ছাদে দানা পাওয়া যায়। তখন টিয়া বুঝতে পারলে যে এ রাজকুমারীর কাজ। তার সন্ধান পাবার জন্যেই তিনি এ রকম করছেন। পায়রার সঙ্গে সে একদিন সেখানে গিয়ে হাজির হ'লো। রাজকুমারীকে দেখে সে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে। দু'জনে পালাবার পরামর্শ আঁটলে। কিন্তু রাজা অন্ধ হ'য়ে কেমন ক'রে দেশে ফিরবেন তাই তাঁর চোখ পাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। রাজকুমারী টিয়াকে নিজের দেশে উড়ে গিয়ে তাঁর শোবার ঘরের জানালার কাছের গোলাপ গাছের দুটো পাতা আন্‌তে বল্‌লেন। টিয়া উড়ে গিয়ে তা এনে রাজকুমারীর কথা মত রাজার চোখে বসিয়ে দিলে। রাজা আবার দৃষ্টি পেলে। ঠিক ছ'মাস পূর্ণ হ'লে টিয়া রাজাকে নিয়ে রাত্রিতে রাজকুমারীর ঘরের কাছে গেল। রাজকুমারীও ঘোড়া নিয়ে তৈরী ছিলেন। টিয়া সে খবর নিয়ে এল। তখন রাজা কোনরূপে রাজবাড়ীতে চুপি চুপি ঢুকে পড়ল। রাজা ও রাজকুমারী ঘোড়ায় চ'ড়ে বসল আর টিয়াও আগেকার মত রাজার কাঁধে রইল। ঘোড়া আকাশে উঠে দ্রুত চলতে লাগল। তাঁরা নিরাপদে রাজধানীতে এসে পড়লেন। দেশের লোকেরা এতদিন পরে রাজাকে দেখতে পেয়ে খুব খুসী হ'লো। তারপর খুব জাঁকজমকে রাজা ও রাজকুমারীর বিবাহ হ'য়ে গেল। তাঁরা অনেক দিন রাজত্ব করলেন। তাঁদের অনেক ছেলে মেয়ে হ'লো আর টিয়া তাদের সুন্দর সুন্দর পদ্য শেখাত। রাজা ও রাণী টিয়াকে ভুলেন নি। রাজকাজে তার পরামর্শ নিতেন। এই কথা দেশ-বিদেশে রটে গেল। তখন অনেক লোক এই টিয়াকে দেখতে আসত। তারা টিয়ার জ্ঞানের কথাবার্ত্তা শুনে অবাক হয়ে বাড়ী ফিরত।

বাঙ্গালার রূপকথা।
Ruth Grey.
অনুবাদ।

দুই বৃদ্ধের তীর্থযাত্রা।

লিয়ো টলস্টয়।

(এক)

রুশ দেশের কোন এক গ্রামে দুই বৃদ্ধ থাকিত। দিনের পর দিন তারা মরণের পথে আগাইয়া যাইতেছিল। দুই বৃদ্ধের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল; সর্ব্বদা মধুর আলাপে তাহাদের দিন কাটিত। একদিন দুই বন্ধুতে স্থির করিল তীর্থ যাত্রায় বাহির হইবে এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগের পুণ্য তীর্থ যিরুশালেম যাইতে মনস্থ করিল। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম Efim Tarasych, অন্য জনের নাম Elisey Badrov. ইফিম অবস্থাপন্ন ও ভূমিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং ইলাইজে দরিদ্র। সে সূত্রধর, কিন্তু বার্দ্ধক্য হেতু ঐ কঠিন পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিত না বলিয়া মধু সংগ্রহের জন্য মৌমাছির চাষ করিত।

দুই বন্ধুতে একদিন আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাত্রা করিল। ইলাইজে পথে যাহার সঙ্গে দেখা পাইল তাহার সহিত মধুর সম্ভাষণ ও আলাপ করিল এবং হাসিমুখে বিদায় লইল। সারা পথ বন্ধুকে উৎসাহ, আনন্দ, স্ফূর্ত্তি দিতে কম করিল না। ইফিমের মনে আদৌ শান্তি ছিল না, কারণ সে পথে যাইতে যাইতে কেবল আত্মীয় স্বজন পরিবারের বিষয় অত্যন্ত চিন্তা করিতেছিল; তীর্থে বাহির হইয়াও সাংসারিক চিন্তা তাহাকে ত্যাগ করে নাই।

কিছুদিন পথ চলিবার পর, ইলাইজে একদিন পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া জল পান করিবার জন্য কোন এক কুটিরের দ্বারের নিকটে গিয়া বসিয়া পড়িল; ইফিম না থামিয়া চলিতেই লাগিল। দুই এক পা গিয়া ইলাইজকে দেখিতে না পাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ইলাইজে সেই স্থান হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি এগিয়ে যাও, আমি জলখেয়ে তোমার সঙ্গ ধরে নিচ্ছি।" ইফিম আবার চলিতে লাগিল। ইলাইজে আর তীর্থযাত্রার পথে যিরুশালেমের দিকে অগ্রসর হইল না। জল পানের আশায় ভিতরে প্রবেশ করিবা মাত্র লোক দেখিতে পাইল। সে গৃহের অবস্থা ও লোকগুলিকে দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। পরিবারের সকলেই অনাহারে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিল কারণ সেই বৎসর সেই স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া ইলাইজের তীর্থযাত্রা করিতে ইচ্ছা হইল না এবং সে বন্ধুর কথাও ভুলিয়া গেল। সেখানে থাকিয়া তাহাদের সেবা ও যত্ন করিতে এবং আহার যোগাইতে সঙ্কল্প করিল। তাহাদের সহিত থাকিতে থাকিতে একদিন হইতে একমাস এবং ক্রমশ বহু দিন কাটিয়া গেল। সে তাহাদের জন্য কেবল যে খাদ্য সংস্থান করিল তাহা নয় উপরন্তু তাহাদের জন্য জমি-জোত, বলদ, ঘোড়া গাড়ী এবং সারাবৎসরের খোরাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। সে প্রায় আপন মনে ভাবিত ইহাদের ছাড়িয়া যাই কি করিয়া; ইহাইত ঈশ্বরের কাজ, তখন সাগর পার হইয়া তীর্থ করিতে যাওয়ায় লাভ কি? আর ত তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাদিগকে অনাহারের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিয়াছি এবং তাহাদের অভাবের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ও ভূসম্পত্তি কিনিয়া দিয়া মনুষ্য সমাজে তাহাদের স্থান করিয়া দিয়াছি। ইহাই মহা পুণ্য; আমি আত্মায় ও মনে ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি।

সেই স্থানে, তাহাদের জন্য সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া যখন যিরুশালেম যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইল তখন সে আপন গৃহে ফিরিল। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইলাইজে দেখিল সংসার বেশ সচ্ছল চলিতেছে কোন অভাব অনাটন নাই, শস্য বেশ ভাল হইয়াছে সারা বৎসরের জন্য বিশেষ কোন চিন্তা নাই।

ইফিম চলিয়াছে এবং মনে মনে ভাবিতেছিল কৈ এত সময় হইয়া গেল সে ত আসিল না; কিছু হইল

নাকি! এতক্ষণে আমায় ধরা উচিত ছিল। এইসকল চিন্তায় সে উদ্বিগ্ন হইতেছিল। আবার মাঝে মাঝে মনে করিতেছিল তাহার সহিত ওডেসার জাহাজ ঘাটে দেখা করিবে। এই প্রকার নানা চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিতেছিল পরে জাহাজঘাটে পৌঁছিয়া ইলাইজের সাক্ষাৎ না পাইয়া সে জাফার উদ্দেশে যাত্রা করিল। জাফায় উপস্থিত হইয়া সেখান হইতে সে পদব্রজে যিরুশালেমের দিকে একাই যাত্রা করিল। যিরুশালেমে উপস্থিত হইয়া পরদিন খ্রীষ্টের সমাধি স্থল দর্শন করিল। সে যে আনন্দ বোধ করিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইফিম সমাধির নিকট দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিল। সে দেখিল দূরে মন্দিরের ভিতরে অনেক প্রদীপ জ্বলিতেছে; সে আরো দেখিল দূরে যেস্থানে পবিত্রআলো জ্বলিতেছিল সেই স্থানে একজন বৃদ্ধ মোটা আলখাল্লা পরা মাথায় টাক এবং তাহার মাথার চারিদিকে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। এই বৃদ্ধটি অনেকটা Elisey Bodrovএর মতন দেখিতে।

সে ভাবিতেছিল লোকটা ইলাইজে নাকি? আবার মনে হইল এটা কি সম্ভবপর, আর কি করিয়াই বা সম্ভব হইতে পারে। সে আমার আগে এখানে কিছুতেই পৌঁছিতে পারে না। আগের জাহাজখানা আমার যাত্রা করিবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে জাহাজ ঘাট ছাড়িয়াছে। সেই জাহাজে সে চড়ে নাই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের জাহাজেও সে ছিল না, আমি সকল যাত্রিকেই দেখিয়াছি। যখন সে এইসকল ভাবিতেছিল তখন সেই বৃদ্ধ প্রার্থনা আরম্ভ করিল; প্রথমে সে সম্মুখে একবার ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত করিল, পরে দুই পাশে পূর্ব্বের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রণাম করিল। তারপর যেই বৃদ্ধ ডানদিকে মাথা ঘুরাইল ইফিম তাহাকে চিনিতে পারিল। 'নিশ্চয়, আমাদের ইলাইজে. সেই কাল কোঁকড়ান দাড়ী সেই গালে দাগ. নাক মুখ চোক হুবাহু তার মত।' ইফিম তাহার বন্ধুকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। তাহার পূর্ব্বে সে কি প্রকারে এই স্থানে উপস্থিত হইল এবং কি প্রকারে তাহার পূর্ব্বে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের. নিকটে স্থান পাইল চিন্তা করিয়া কম বিস্মিত হইল না।

'ইলাইজে কেমন করিয়া এখানে স্থান পাইল? বোধ হয় কাহারও সঙ্গে পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। সেই বোধ হয় তাহাকে লইয়া আসিয়াছে এবিষয়ে কোন ভুল নাই। উপাসনা সাঙ্গ হইলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব যদি বাহির হইয়া যায় তবুও খুঁজিতে ছাড়িব না। সে বোধ হয় আমায় সম্মুখে লইয়া যাইবে যদি একবার অনুরোধ করি।' এই সকল চিন্তা তাহার মনে আলোড়িত হইতেছিল।

উপাসনা শেষ হইলে পরে ইফিম ইলাইজের উপরে খুব একটা সতর্ক দৃষ্টি রাখিল পাছে লোকের ভীড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলে। বহুলোক চলিয়া গেল, অনেকে সমাধির নিকটে যাইবার জন্য ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের ধাক্কায় ইফিম একদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল, তাহারা সমাধির উপরে চুম্বন করিতে ব্যগ্র। ধাক্কার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। ইফিম ধাক্কা আর ভীড়ের মধ্যে ভাবিতেছিল এই বুঝি পকেটমারা গেল;- পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া একবার দেখিয়া লইল ব্যাগটা ঠিক আছে কি না। সে থলিটাকে হাতে অনুভব করিয়া চাপিয়া ধরিল এবং ঠেলাঠেলি করিয়া কোন প্রকারে ভীড় হইতে বাহির হইয়া খোলা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়া শান্তিবোধ করিল। পরে ইলাইজেকে গির্জ্জার চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইল; গির্জ্জার ভিতরে পুনরায় দেখিতে ত্রুটি করিল না। গির্জ্জার সংলগ্ন অনেকগুলি কামরা ছিল। সেখানে কেহ আহারে ও পানে রত, কেহবা আরাম করিতেছিল, কেহবা ঈশ্বর চিন্তায় ধ্যানস্থ হইয়া ছিল। সকল স্থান খুঁজিয়াও ইফিম ইলাইজেকে দেখিতে পাইল না। সরাইখানায় গিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোথায় তাহার দেখা পাওয়া গেল না।

The Two Old Men (An Abridgement)
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

অঙ্কুরের নিয়মাবলী।

অঙ্কুরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১৲ এক টাকা।

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ দুই আনা।

শ্রাবণ হইতে আষাঢ় (আগষ্ট হইতে জুলাই) পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়। প্রতি মাসের ১৫ই তারিখে বা ইংরাজী মাসের ১লা দিবসে 'অঙ্কুর' প্রকাশ করা হইবে। দশ দিনের মধ্যে কাগজ না পাইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পত্র দিবেন। বৎসরের যে কোন মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। নমুনার জন্য ৵০ দুই আনার ডাক টিকিট পাঠানো দরকার। ব্যয় বাহুল্য হেতু ভিঃ পিঃতে কাগজ প্রেরিত হয় না।

অমনোনীত রচনা, টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাদের লেখা সযত্নে বিচার করা হইবে, কিন্তু কোন প্রকার রাজনীতি সংক্রান্ত গল্প বা প্রবন্ধ, অথবা শিশুসাহিত্য বিরুদ্ধ গল্প, রচনা এবং কবিতা গৃহীত হইবে না।

প্রবন্ধ, বিনিময় পত্র, এবং বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সকল বিষয় জানিতে হইলে ডাক টিকিট সহ সম্পাদককে পত্র লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে লিখিয়া জানান আবশ্যক।

টাকাকড়ি সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের দর পূর্ণ পৃষ্ঠার জন্য প্রতি মাসে ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫৲ টাকা ; সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। বিশেষ বিজ্ঞাপন ও স্থানের জন্য সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া জানিতে হইবে

সম্পাদক—অঙ্কুর।
১২৭, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

Registered No. C 1982.

PRINTED BY REV. S. K. GHOSH
AT THE
NEW INDIAN PRESS
3, DUFF STREET, CALCUTTA
AND
PUBLISHED BY HIM AT 127, MANICKTOLLA STREET.
CALCUTTA.